দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

আল হাদীস আর্কাইভ-২০১৫

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৫ ঈসায়ী

সূচীপত্র

মুনাফিকীর অংশের উপর আমার মৃত্যু হচ্ছে না তো? ৪

একজন জান্নাতী সাহাবী ও দু কিশোরের কথপোকথনঃ ৬

কেন আইএস/দাঈশ মুরতাদ সাব্যস্ত হবে না? ৮

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন ১৬

কবর হলো পরকালের প্রথম মনজিল ১৮

নির্বাচিত হাদীসঃ জিহাদের ফজিলত ২০

এক ভাইয়ের আত্ম-উপলব্ধি ২৬

মুনাফিকীর অংশের উপর আমার মৃত্যু হচ্ছে না তো?

Umar Faruq

Senior Member

০৭-১৫-২০১৫

মুনাফিকীর অংশের উপর আমার মৃত্যু হচ্ছে না তো !

রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে সে জিহাদ করেনি কিংবা জিহাদ করার চিন্তা করেনি, সে মুনাফিকীর একটি অংশের উপর মৃত্যুবরণ করলো। "(সহীহ মুসলিম-৫০৪০)

হাদীসটিতে ২ টি বিষয় এসেছে। জিহাদ করতে হবে অথবা যে এখনো জিহাদে যেতে পারেনি তাকে জিহাদের আকাঙ্খা রাখতে হবে।

কোনো ময়দানে সরাসরি জিহাদ যে করছি না তাতো বলার অবকাশ রাখে না।

আর জিহাদের আকাঙ্খা কাকে বলে আমরা কুর'আন থেকে জেনে নেই।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, " যদি তারা (জিহাদে) বের হওয়ার ইচ্ছা করতো, তাহলে তারা জিহাদের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করতো..... " (সূরাহ তাওবাহ, ৪৬)

এ আয়াত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে, জিহাদের আকাঙ্খার দাবী তখনই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে যখন জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে।

এ ক্ষেত্রেও কার্যকর কিছু করতে পেরেছি কী !

আমার নিজের কথা চিন্তা করলে মুক্তির কোনো উপায় আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি না।

জিহাদ সংক্রান্ত অসংখ্য আয়াত,হাদীস এবং ফিকহের কিতাব সমূহে জিহাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলোকে কোনো ব্যাখ্যার আড়ালে লুকানোও সম্ভব হচ্ছে না। নফস যে সে চেষ্টা করেনি তা নয় !

যখনই নফস বুঝাতে চেষ্টা করেছে, দ্বীনের ইলম শিক্ষা দেয়া,দাওয়াত দেওয়া ইত্যাদিও তো আল্লাহর পথেরই কাজ ! সুতরাং এসব করে জীবন পার করে দিলেইতো হলো !

আল্লাহর কসম ! এসব ভাবনা চলার মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে জিহাদের ফরযিয়্যাতের অসংখ্য আয়াত,হাদীস এবং ফিকহের কিতাবসমূহের হৃদয় জুড়ানো আলোচনা। ফিকহের যেকোন কিতাব খুলে যখন 'কিতাবুল জিহাদ' পড়ি, তখন নফস কিংবা অপব্যাখ্যাকারীদের জিহাদের বিধানকে বিকৃত করে উপস্থাপনের শয়তানী অপচেষ্টা নিমিষেই চুরমার যায় ! জিহাদ যে এখন প্রতিটি মুসলিমের উপর 'ফরযে আইন' এটা বুঝার জন্য নতুন করে কোনো 'ফাতাওয়া'র দরকার নেই। ফিক্বহের কিতাবগুলোতে জিহাদ 'ফরযে আইন' এটা এতোটা সহজ ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা আছে যে, যদি কেউ উলংগ পাগল না হয়, তাহলে তার বুঝতে কোনো বেগ পাওয়ার কথা নয়।

এই সুস্পষ্ট 'ফরযে আইন' তরক এবং মুনাফিকীর এক অংশের উপর মৃত্যুবরণ করে কীভাবে নিশ্চিন্তে নাজাতের চিন্তা করতে পারি ! !

আমি কিছুতেই পারছি না ! তাই সময় সময় পেরেশানি এতো বিহ্বল করে ফেলে যে কিছুই ভালো লাগে না।

এই মুহূর্তে যদি আমার মৃত্যু হয়, আমি কী করে নিশ্চিত হবো যে আমার মৃত্যু মুনাফিকীর একাংশের উপর হয়নি ??!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩০১

একজন জান্নাতী সাহাবী ও দু কিশোরের কথপোকথনঃ

power

Senior Member

০১/০৯/.২০১৫

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, 'বদরের যুদ্ধের দিন আমি ময়দানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর আমার দুই পাশে দুই আনছার কিশোর দাঁড়ানো ছিল। তাদের একজনের নাম মুআয, অপরজনের নাম মুআওয়ায।দুই ভাই তারা।' আমি কেন জানি হঠাৎ তাদের একজনের দিকে একটু তাকালাম। দেখলাম এক ভাই তার আরেক ভাই থেকে দূরে সরে গিয়ে চুপিচুপি আমার কাছে আসল।আর এসেই জিজ্ঞেস করল, 'চাচাজান আবু জেহেলকে আপনি চেনেন?'
আমি বললাম, 'হ্যাঁ চিনি। তবে আবু জেহেলকে দিয়ে তোমার কাজ কী?'সে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'শুনেছি সে নবীজিকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গালমন্দ করেছে। চাচাজান দয়া করে তাকে দেখিয়ে দিন। আমি আমার রব আল্লাহকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, আমি আজকে আল্লাহর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দুশমনকে হয়তো হত্যা করব নয়তো তার সাথে লড়াই করে আমার জীবন দিয়ে দিব।'

দ্বিতীয় ভাই মুআওয়াযও অপর ভাই থেকে আড়াল হয়ে আমার কাছে এসে আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'চাচাজান দয়া করে শয়তান আবু জাহিলটাকে দেখিয়ে দিন। আমি আমার রবের সাথে ওয়াদা করেছি যে, আজকে যেখানেই শয়তান আবু জাহিলটাকে পাব সেখানেই তাকে হত্যা করব।'এরই মাঝে শয়তান আবু জাহিলকে আমরা আমাদের দৃষ্টিসীমার মাঝে পেয়ে গেলাম।

সাথে সাথে আমি তাদেরকে বললাম এই তো তোমাদের কাংক্ষিত ব্যক্তি। আবু জাহিল। দেখতে পাচ্ছ কি? একথা শোনামাত্রই তারা দুই ভাইই ক্ষিপ্র বাজ পাখির

মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে চিরতরে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল। এরপর তারা দুজন আল্লাহর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দরবারে এসে বদমাশ আবু জাহিলকে হত্যার খবর দিল। তাদের কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মাঝে কে তাকে হত্যা করেছে?' তারা উভয়ে বলে উঠল, 'আমি করেছি, আমি।'

তাদের উভয়ের দাবী শুনে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি তরবারির রক্ত মুছে ফেলেছ!' তারা বলল, 'না এখনো মুছেনি।' রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের উভয়ের তরবারি দেখলেন, কুলাংগার আবু জেহেলের রক্ত এখনো তাতে লেগে আছে। তখন তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,'হ্যাঁ তোমরা উভয়ে মিলেই তাকে হত্যা করেছ।' যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। (১১০:১-৩)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৯৯

কেন আইএস/দাঈশ মুরতাদ সাব্যস্ত হবে না?

Abu Ahmed

Member

১০-২৭-২০১৫

আইসিসের ভ্রান্ত ও সুযোগসন্ধানী তাকফির নীতির বাস্তবতাঃ কেন আইএস মুরতাদ সাব্যস্ত হবে না?

আপনারা জানেন আইসিস এবং তাঁদের সমর্থকরা শামের সব দলকে মুরতাদ মনে করে। বিভিন্ন সময় আইসিস তাদের ম্যাগাজিন দাবীক্বের মাধ্যমে বিভিন্ন দলের উপর তাকফির করেছে। এই তাকফির শুরু হয়েছিল এফএসএ-কে দিয়ে [জাইশ আল হুর/ফ্রি সিরিয়ান আর্মি]। তারপর তারা জাইশ আল ইসলাম, আহরার আস শাম এবং ইসলামিক ফ্রন্টকে (ফ্রন্টের সদস্য সব দলকে) তাকফির করে। তারপর তারা জাইশ আল ফাতেহকে তাকফির করে, এবং জাবহাতুন নুসরাকে তাকফির করে। আমি নিচে সংক্ষিপ্ত ভাবে তাদের তাকফিরের পক্ষে দেয়া যুক্তি তুলে ধরছি। এগুলোর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই তথ্যগত ভুল আছে, বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে ঢালাওভাবে মোটাদাগে বিচারের প্রবণতা আছে, এবং তীব্র গুলুহ আছে। এটা পরিস্কার হওয়া দরকার যে নিচের যুক্তিগুলো আইসিস এবং তাদের পক্ষালম্বনকারী, উভয়েরই দেয়া।

FSA – এই দল মুরতাদ-সাহওয়াত, কারণ তারা সেক্যুলারিসমের জন্য যুদ্ধ করে। শারীয়াহর জন্য না। এছাড়া তুর্কি-কাতারের মতো দেশের কাছ থেকে সহায়তা নেয়। এসব দেশের সরকার কাফির-মুরতাদ। তাই কাফির-মুরতাদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়ার কারণে এরা মুরতাদ। FSA এর সাথে একই সময়ে অপারেশানে অংশ নেয়ার জন্য আইসিস বিভিন্ন সময়ে জাবহাতুন নুসরাকে মুনাফিক, মুরতাদ বিভিন্ন কিছু বলেছে।

জাইশ আল ইসলাম – এই দল মুরতাদ-সাহওয়াত, কারণ তারা আল সাউদ, কাতার ইত্যাদি তাগুতের কাছ থেকে সাহায্য নেয়। এরা শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে

চায় না।এই দল বলেছে শামের জনগন যা চাইবে সেটা দিয়ে শাসন করা হবে, তাই এরা মুরতাদ-সাহওয়াত।

ইসলামি ফ্রন্ট – জাইশ আল ইসলামের মতো একই যুক্তি।

আহরার আস শাম – ইসলামিক ফ্রন্টের সদস্য হবার কারণে মুরতাদ। কাতার এবং তুর্কির তাগুতের কাছ থেকে সাহায্য নেয়ার কারণে মুরতাদ-সাহওয়ায়ত। জাইশ আল ফাতেহ-র সদস্য অন্যান্য দল (যেমন জুন্দ আল আকসা): কারণ এরা মুরতাদ আহরার আস শামের সাথে মিলে যুদ্ধ করছে। এবং মুরতাদকে সাহায্য করছে, এবং তাকে কাফির বলছে না। তাই এরাও সবাই কাফির। জাবহাতুন নুসরাঃ জাইশ আল ফাতেহ-র সদস্য হবার কারণে। আহরারকে তাকফির না করার কারণে। সব FSA দলকে ঢালাওভাবে তাকফির না করার কারণে; মুরতাদ-সাহওয়াত।

উল্লেখ্য সত্যিকারভাবে কি কারণে আইসিস জাবহাতুন নুসরা এবং অন্যান্য দলকে তাকফির করে, এটা আদনানীর রমযান মাসে দেয়া বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট। রমযানের ৫ তারিখ দেয়া বার্তায় আদনানী বলে-

"...তাই সাবধান, দাওলাতুল ইসলামের ('ইসলামিক স্টেট) বিরুদ্ধে যুদ্ধর করার কারনে তুমি কুফরে পতিত হবে, তুমি তা উপলব্ধি করো আর না করো।" http://tinyurl.com/nurvsak

তাই এটা পরিষ্কার যে আইসিস তাদের সমর্থন করা বা না করাকে ঈমান ও কুফরের একটি মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করেছে। এবং অন্যান্য দলগুলোকে তাকফির করার পেছনে তাদের মূল কারণ এটাই। এটা তাদের মানহাজ ও আক্বীদার এক জঘন্য ভ্রান্তি যে, তারা তাদের নিজেদের দলকে ইমান ও কুফরের মানদন্ড হিসেবে নিয়েছে। এই একই কারণে আইসিস লিবিয়ার মুজাহেদীনে তাকফির করেছে। শাইখ মুখতার বেল মুখতারের মতো মুজাহিদের ব্যাপারে হুলিয়া ঘোষনা করেছে। খুরাসানে ন্যাটোর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তালিবানকে হত্যা করেছে। কারণ তারা তাদের নিজেদের দলের প্রতি আনুগত্যকে ইমান ও কুফর, আল ওয়ালা আল বারার মান্দন্ড হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তাদের দল, তাদের এই কল্পিত "খিলাফাহ" তাদের জন্য এক উপাস্য মূর্তিতে, এক তাগুতে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য যেসব কারণ তারা উপস্থাপন করেছে এগুলো গৌণ। মুখ্য কারণ

হল এই দলগুলো তাদের বিরোধিতা করেছে, তাই আইসিসের দৃষ্টিতে তারা কাফির। আমরা দু'আ করি আল্লাহ্* যেন আমাদের মুরজি'আদের ইরজা আর গুলাতের গুলুহ থেকে রক্ষা করেন, এবং আমাদের সিরাতুল মুস্তাক্বীমে অটল রাখেন।

যাই হোক, তা সত্ত্বেও আমরা দেখাবো যে কারণে আইসিস, জাবহাতুন নুসরা এবং জুন্দ আল আকসার মতো দলগুলোকে তাকফির করেছে সেই একই কারণে তাদেরকেও তাকফির করা যায়। আমরা দেখাবো কিভাবে আইসিস সুবিধামতো তাদের তাকফিরের নীতি পরিবর্তন করে, এবং জঘন্য দ্বিমুখীনীতি অনুসরণ করে। তাদের তাকফিরের সাথে দ্বীন ইসলামের সম্পর্কের চেয়ে বেশী সম্পর্ক হল ক্ষমতার লোভ। প্রয়োজন অনুযায়ী তারা নীতি পালটে ফেলে। এবং তাদের নীতি অনুযায়ী তারা নিজেরাও মুরতাদ প্রমাণিত হয়, বিভিন্ন ভাবে। আমাদের এই লেখার উদ্দেশ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরা কিভাবে এই দল দ্বীন ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা করেছে এবং মুসলিম উম্মাহ-র সাথে ক্রমাগত মিথ্যাচার করেছে। হয়তো আল্লাহ্* এর মাধ্যমে কাউকে হেদায়েত করবেন।

প্রথমত, আসা যাক FSA এর কথায়। আইসিস জাবহাতুন নুসরাকে FSA এর সাথে একসাথে অপারেশানে অংশ নেয়ার জন্য তাকফির করেছে। FSA এর কাছ থেকে বায়াহ নেয়ার জন্য তারা জাবহাতুন নুসরার কমান্ডারদের মুরতাদ ফাতাওয়া দিয়েছে এবং হত্যা করেছে। শাইখ আবু ফিরাস আস সুরী হাফিযাহুল্লাহ, এই বিষয়ে বিস্তারিত বেশ কয়েক জায়গায় আলোচনা করেছেন। দেখা যাক, আইসিসের এই তাকফিরের নীতি তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় কি যায় না।

বাশারের সৈন্যদের কাছ থেকে মেনাঘ বিমানঘাঁটি মুক্ত করায় যেসব দল অংশ নিয়েছিল, তার মধ্যে আইসিসও ছিল। এই অপারেশানে লিওয়া আল ফাতেহ নামে একটি দলও অংশগ্রহণ করেছিল। আর লিওয়া আল ফাতেহ ছিল FSA-র একটি দল। শামে অবস্থিত যেকোন সাদিক এই কথার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। যদি আল নুসরা FSA-র সাথে অপারেশানে অংশ নেয়ার কারনে মুরতাদ হয়, তাহলে একই যুক্তিতে আইসিস ও মুরতাদ।

কেউ হয়তো বলতে পারেন, "কিন্তু তখন তো যুদ্ধ ছিল বাশারের বিরুদ্ধে, এটা জায়েজ আছে।" কিন্তু আইসিস এই লিওয়া আল ফাতেহের সাথে একই সাথে

ঈদের জামাত আয়োজন করেছিল। মেনাঘ বিমানঘাঁটির ভেতরে এই জামাত অনুষ্ঠিত হয়। FSA-র সব দল যদি মুরতাদ হয়, যদি FSA-র কাছ থেকে বায়াহ নেয়ার কারণে কেউ মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে মুরতাদের সাথে পাশাপাশি সালাত আদায় করলে মুরতাদ হয় না? এই নীতি অনুযায়ী অবশ্যই আইসিস মুরতাদ। এখন আমার ভাইরা, আপনারাই বলুন আপনারা কোনটা মেনে নেবেন। জাবহাতুন নুসরা মুরতাদ আর আইসিসও মুরতাদ? নাকি আপনারা এখন মানবেন যে সব FSA-দল মুরতাদ না, তাই যেসব দল মুসলিম তাদের সাথে অপারেশানে অংশগ্রহণ করা [যেরকম আইসিস মেনাঘ বিমানঘাঁটির ক্ষেত্রে করেছে] রিদ্দা না, এবং জাবহাতের উপর আইসিসের এই তাকফির ভুল।

হাসাকাহতে কুর্দি YPG এর বিরুদ্ধে আইসিস কাদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করেছিল? এই যুদ্ধে FSA, আহরার, জাবহাতুন নুসরা এবং আইসিস সহ আরও অনেক গ্রুপ অংশগ্রহণ করেছিল। এই সময় প্রতিটি দল যৌথ শারীয়াহ আদালত মেনে কাজ করেছিল। যুদ্ধলব্ধ গানীমাহ যৌথ শারীয়াহ আদালতের মাধ্যমে ভাগ করা হয়েছিল। শামে অবস্থিত যেকোন সাদিক এই কথার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। সব FSA দল যদি সেক্যুলার মুরতাদ হয়, তাহলে আইসিস কোন বিবেচনায় মুরতাদের সাথে গানীমাহ ভাগাভাগি করলো? কিভাবে মুরতাদের অংশগ্রহণ আছে এমন শারীয়াহ আদালত তারা মেনে নিলো? অথচ হাকীম আল উম্মাহ শাইখ আইমান হাফিযাহুল্লাহ যখন তাদের যৌথ শারীয়হ আদালতে আসতে বললেন, তখন আইসিস সেটা মানলো না। মুরতাদের সাথে তারা শারীয়াহ আদালতে যেতে রাজি, কিন্তু নিজেদের আমীরের আদেশ মেনে মুসলিমদের সাথে তারা শারীয়াহ আদালতে যেতে রাজি না। এই হল আইসিসের তাওহীদ?

আইসিস এবং তাদের সমর্থকরা বলে – "জাবহাহ কিভাবে মুজাহিদিন হয়, যখন জাবহাহ তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার পাশে অবস্থিত FSA র এলাকায় হামলা চালায় না। FSA তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করে না, সত্যিকার মুজাহিদিন হলে জাবহাহ তো FSA কে আক্রমণ করতো।"

অথচ আইসিসের সাথে শামের অন্যান্য দলগুলোর যুদ্ধ শুরু হবার আগে রাক্কা, আলেপ্পো, দেইর আয যুর, ইদলিব, হাসাকাহতে আইসিসের নিয়ন্ত্রিত এলাকার পাশেই FSA নিয়ন্ত্রিত এলাকা ছিল। অথচ আইসিস তখন তাদের আক্রমণ করে

নি। তখনো কিন্তু FSA তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে শারীয়াহ দিয়ে শাসন করতো না। শামে অবস্থিত যেকোন সাদিক এই কথার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। যদি FSA কে আক্রমণ না করার কারণে জাবহাহ মুরতাদীন হয়ে থাকে, তাহলে একই কারণে আইসিসও মুরতাদীন।

আইসিস, জাবহাতুন নুসরাকে এই বলে সমালোচনা করে যে সেক্যুলার FSA, জাবহাহ-র প্রশংসা করে। দেখা যাক, "মুরতাদ" FSA কমান্ডার আব্দেল জাব্বার আল আকিদি, যে মেনাঘ বিমানঘাঁটির অপারেশানে আইসিসের সাথে এক সাথে অংশ নিয়েছিল সে কি বলেঃ

১) FSA কমান্ডার আব্দেল জাব্বার আল আকিদিকে জিজ্ঞেস করা হয়, "আইসিসের সাথে আপনাদের [FSA] সম্পর্ক কেমন?তার জবাব- "খুব ভালো! তারা তাকফিরি বা চরম্পন্থী না। প্রতিদিন আমার সাথে তাদের নেতাদের দেখা সাক্ষাত হয়। তারা একেবারেই চরমপন্থী না!"এছাড়া সে আরও বলে, "তাদের (আইসিস) এর ব্যাপারে মিডিয়া অনেক মিথ্যা প্রচারনা করে, তারা (আইসিস) তো আমাদের ভাই!"

চিন্তা করুন! মুরতাদ কমান্ডারের সাথে প্রতিদিন তাওহীদের চ্যাম্পিয়ন আইসিসের নেতারা দেখা করছে। আইসিস জানে এই দল সেক্যুলার, কিন্তু জানা সত্ত্বেও তাকফির করছে না! এই লোক নিজেই সেই সাক্ষী দিচ্ছে। আবার বলছে "আইসিস আমাদের ভাই"। জাবহাহকে যদি কোন FSA "ভাই" বলে তাহলে সেটাই আইসিসের চোখে জাবহাহ-র মুরতাদ হবার জন্য যথেষ্ট কারণ। অথচ এখানে FSA এর সাথে আইসিসের গলায় গলায় মিলমিশ। তাহলে জাবহাহ যদি মুরতাদ হয় তাহলে আইসিস কিভাবে মুওয়াহিদ হয়? এটা কি ধরণের নির্লজ্জ দ্বিমুখী নীতি? এই ঘটনাটা ছিল শামে আইসিসের সাথে অন্যান্য দলগুলোর যুদ্ধ শুরু হবার আগের কথা। এই সময়েই শামে এবং শামের বাইরে সবাই কিন্তু জানতো FSA কাতার-তুর্কি ইত্যাদি তাগুতের কাছ থেকে সহায়ত পেতো। আইসিস এটা জানতো। অথচ আইসিস কিন্তু তখন বলে নি "FSA তাগুতের কাছ থেকে সাহায্য নেয়, তারা তাগুতের দালাল মুরতাদ"। তখন কাতার আর তুর্কি তাগুত ছিল না? নাকি তাকফিরের ক্ষেত্রে অন্য কোন ফিকহ অনুসরণ করা হচ্ছিলো? প্রকৃত বাস্তবতা হল, আইসিস তখন তাই করছিল যা জাবহাহ এখন করছে এবং

তখনো করছিল। তারা সকল মুসলিম দলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেস্টা করছিল, ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাশারের পতনকে ত্বরান্বিত করার জন্য। আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে শাইখ উসামা রাহিমাহুল্লাহ ও শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ-র পন্থাও এটাই ছিল। আজ হঠাৎ আইসিস এমন ভান করছে যেন এগুলো কিছুই ঘটে নি। যারা চিন্তাশীল, যারা আল্লাহ-র সন্তুষ্টির খোজেন, যারা তাক্বলীদ না করে কুর'আন সুন্নাহ-র আলোকে বাস্তবতাকে বিচার করেন, তাদের জন্য এখানে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন আছে। কিন্তু যাদের হৃদয়ে মোহর পড়ে গেছে, যারা "বাকিয়্যাহ-বাকিয়্যাহ" চিৎকার ছাড়া আর কিছু বোঝে না, তারা এই কথাগুলোরও মর্ম বুঝবে না।

আরেকটি উদাহরন দেখা যাক। আল উয়িআত সুকুর আল শাম হল কাতারের কাছ থেকে ফান্ড প্রাপ্ত একটা দল। আদর্শিকভাবে এরা অনেকটা ইখওয়ানুল মুসলিমীন ঘেঁষা। এখানে বলে রাখা ভালো, আইসিস ইখওয়ানের উপর তাকফির করে। আল উয়িআত সুকুর আল শাম, তুর্কিতে SNC [Syrian National Council] এবং SMC [Supreme Military Council] এর নেতাদের সাথে মিটিং করেছিল। আইসিস এই দলের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যৌথ শারীয়াহ আদালত গঠন করেছিল! তাগুতের কাছ থেকে অর্থ পাওয়া "সাহওয়াতের" সাথে এক সাথে শারীয়াহ আদালত গঠন! মানে আইসিস যদি মুরতাদ সরকারদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া দলের সাথে একত্রে যৌথ শারীয়াহ আদালত গঠন করে, তবে সেটা হালাল? আইসিস যদি এমন দলের সাথে একত্রে যৌথ শারীয়াহ আদালত গঠন করে, যেই দলের নেতারা তুর্কি গিয়ে SNC আর SMC নেতাদের সাথে বৈঠক করে, তাহলে সেটা জায়েজ? আর অন্য কেউ একই কাজ করলে সেটা রিদ্দা? এটা কেমন শারীয়াহ??

আইসিস এবং সুকুর আল শামের পক্ষ সই করা যৌথ স্টেটমেন্টের লিঙ্ক নিচে দেয়া হল। নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন।

এই বক্তব্যে বলা হয়েছে " এই চুক্তি হল সুকুর আল শাম ও এর নেতা আবু ঈসা, এবং আইসিস ও এর নেতা আবু বাকর আল বাগদাদীর মধ্যে" আমি জানি, অনেক আইসিস সমর্থক নিশ্চয় এখন চোখ কচলানো শুরু করেছেন। এই হল আইসিস – তাওহীদের ঝান্ডাবাহী, যারা সবাইকে যেসব কাজের জন্য তাকফির

করে, নিজেরাই সেসব কাজ করে বেড়ায়। আপনাদের যা বলা হয়েছে এই "খিলাফাহ" সম্পর্কে তা হলে মিথ্যার উপর মিথ্যা।

এবার আসা যাক জাইশ আল ইসলামের ব্যাপারে। আইসিসের ওয়ালিয়্যাত দিমাশক, এক সময় জাইশ আল ইসলামের সাথে একটি যৌথ শারীয়াহ আদালত প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছিল। হ্যা, আইসিসের মতে "জাইশ আল সালুল", "মুরতাদ" যাহরান আলুশের দলের সাথে, আইসিস নিজেই একটা যৌথ শারীয়াহ আদালত গঠন করতে চেয়েছিল! মুরতাদের সাথে শারীয়াহ আদালত!

হে "দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ" ! হে "দাউলাতুল তাওহীদ"! কোথায় গেল তোমাদের তাওহীদ? কোথায় গেল তোমাদের ইসলাম?

এই হল আইসিসের অবস্থা। আইসিসের নেতারা সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিবিদের মতো তাকফিরকে একটা গুটির মতো ব্যবহার করে। তাদের সৈন্যদের বিভ্রান্ত করার জন্য এবং মিডিয়া ক্যাম্পেইনের জন্য, আর নিজেদের ন্যায়সঙ্গত দাবি করার জন্য। কিন্তু তাদের এই নিত্যপরিবর্তনীয় নিয়মের সাথে দ্বীন ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের শুরু থেকেই ইরাকের লোকেরা ফিতনা সৃস্টি করেছে। তাদের স্বভাবের মধ্যেই মিথ্যাচার, নিফাক্ব এবং দ্বিমুখী নীতি বিদ্যামান। তারা সর্বদাই ফুলিয়ে-ফাপিয়ে, রঙ চড়িয়ে কথা বলতে ভালোবাসে। এবং তারা সব সময়ই উম্মাহ-র রুক্তক্ষরনের কারণ হয়েছে। আইসিস নামক দলটি এই অশুভ ইরাকি ধারার আরেকটি সংস্করণ মাত্র। এরা মুজাহিদীনের ভেতর ফিতনা সৃস্টি করেছে, তাদের রক্ত হালাল করেছে। আর কাফিররা যেসব মুজাহিদ নেতাদের ক্ষতি করতে পারে নি আইসিস তাদের হত্যা করেছে। আল্লাহু মুস্তা'আন।

***

আমরা জানি, আইসিসের ইস্যুতে কিছু মানুষের মনে আল্লাহ্* মোহর মেরে দিয়েছেন, তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, বুঝেও বোঝে না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি অনেক মুখলেস ভাই সত্যিকারভাবে ইসলাম ও খিলাফাহ-র প্রতি ভালোবাসা এবং আইসিসের চকচকে প্রপাগ্যান্ডার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে তাদের সমর্থক হয়েছেন, বা তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। এই মুখলেস ভাইদেরকে আমি একজন মুসলিম ভাই হিসেবে অনুরোধ করবো এই লেখায় উল্লেখিত

তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাই করার জন্য। আইসিসের তাকফিরের নীতি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য। এই লেখায় উপস্থাপিত প্রমানের আলোকে আইসিসের অনুসৃত তাকফিরের নীতি অনুযায়ী আইসিস এর "কুফরের" [আইসিস এর নিজের তৈরি সংজ্ঞা অনুযায়ীই] অবস্থা নিয়ে চিন্তা করার জন্য। এবং সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী মুজাহেদীন এবং জিহাদ আন্দোলনের উপর মিথ্যা খিলাফাতের দাবিদার এই দলের অশুভ প্রভাব নিয়ে গভীর ভাবে আবার চিন্তা করার জন্য। হেদায়েতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্* সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তিনি যাকে হেদায়েত করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ হেদায়েত করেতে পারে না।

[ভাই খালিদ আল শামীর লেখা অবলম্বনে]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৯৮৫

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন

power

Senior Member

১০-১৩-২০১৫

মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিন বলেছেনঃ

(১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে নিহত করা হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

(২) তুমি তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না, যদি তারা তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন ও মাল-মাত্তা ছেড়ে যেতে বলেন।

(৩) ইচ্ছা করে কখনও ফরয সালাত ছাড়বে না। কেননা যে ইচ্ছা করে ফরয সালাত ছেড়ে দেয়, তার (হেফাজতের) পক্ষে আল্লাহর প্রদত্ত দায়িত্ব উঠে যায়।

(৪) কখনও শরাব পান করবে না। কেননা তা সসমস্ত অশ্লীলতার মূল।

(৫) সাবধান! গোনাহ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা গোনাহ দ্বারা আল্লাহর ক্রোধ পৌঁছে থাকে

(৬) খবরদার! জিহাদ হতে পলায়ন করবে না! যদিও সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায়।(৭) যখন লোকের মধ্যে মহামারী দেখা দিবে আর তুমি সেখানে থাকবে, তখন তথায় অবস্থান করবে (পলায়ন করবে না)

(৮) তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করবে (কার্পণ্য করে তাদের ভরণ-পোষণে কষ্ট দিবে না)।

(৯) তাদের (পরিবারের লোকদের) আদব-কায়দা শিক্ষা দান ব্যাপারে শাসন হতে কখনও বিরত থাকবে না।

(১০) এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে।

- [আহমাদ, মিশকাত হা/ ৫৫]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৬৯

কবর হলো পরকালের প্রথম মনজিল

Abu Hamza BD

Member

১২-২৬-২০১৫

প্রশংসা আল্লাহ সুবঃ যিনি অফুরন্ত নিয়ামাত দানকারী এবং জরাজীর্ণ ও বিলীন হবার পর সৃষ্টজীবকে পুনরুত্থানকারী।

সলাত ও সালাম নাবী (সঃ) এর প্রতি যিনি সকল উম্মাতের সরদার ও নেতা, তাঁর সম্মানিত পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের প্রতি।

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! এখানে এবং এই দুঃখে কষ্টে ভরা আবাসভূমিতে এমন কিছু বাড়ীঘর রয়েছে, যে ব্যক্তিই সেখানে প্রবেশ করবে, জীবিতদের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। সে সব ঘরে প্রবেশ করলে পরিবার পরিজন এবং ভাই বোনরা তাকে এমনি ভাবে বিদায় জানায় যে, আর সাক্ষাতের আশা করা যায় না। একদা একদল লোক কবর খনন করছিল এ নির্জন স্থানের অধিবাসী হিসেবে এক লাশ উপহার দেয়ার জন্য। হঠাৎ তারা এক ব্যক্তিকে কবরের দিকে এগুতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন আবেদদের সৌন্দর্য্যের প্রতীক, মালিক ইবনে দীনার (রহীমাহুল্লাহ)। তিনি কবরের নিকট দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, আগামীকাল মালিকের পরিণতি ইহাই হবে। কবরে হেলান দেয়ার মত কোন কিছুই তার থাকবে না। তিনি এ কথা বলতে বলতে হঠাৎ বেহুশ হয়ে কবরের মধ্যে পড়ে গেলেন এবং লোকেরা তাকে ধরাধরি করে বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে এলো।

প্রিয় ভাই! কবর একাকীত্বের ঘর, বন্ধুহীন নির্জন বাড়ী, এবং অন্ধকার আবাসভূমি। কবরবাসীতো সজাগ, কিন্তু নিস্প্রভ। তার পরিচিত সাথী হলো কীট পতংগ ও দুর্গন্ধময় পুজ। কবরতো মরা লাশের বাড়ী, দুঃখ দুর্দশার মনজিল এবং বিপদ আপদের ভান্ডার। হে ভাই! কবর উল্লেখিত অবস্থার চেয়েও কতই না ভয়ানক। আর জীবিতদের জন্যে লাঞ্ছনার চেয়েও কতই না কঠিন। এর বিভীষিকার সংবাদে অমত্মরগুলো হয়ে উঠলো আতংকিত। এর সামনে অন্য সব কঠিন ব্যাপারগুলো

হয়ে গেল সহজ। তাইতো কত নেক কোমল হৃদয় কেঁপে উঠল কবরের স্মরণে। আর কবর দর্শনে প্রবাহিত হলো চোখের পানি।

তাইতো দেখুন, পুত পবিত্র সাহাবী, জুননুরাইন, ওসমান ইবনে আফ্ফান (রদিআল্লাহু আনহু) কবরের নিকট দাঁড়িয়ে এমন কাঁদা কাঁদতেন যে, তাঁর দাড়ীগুলো ভিজে একাকার হয়ে যেত। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি তো জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদেন না, অথচ কবর দেখে কাঁদতে থাকেন এর কারণ কি? তখন তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কবর হলো পরকালের প্রথম মনজিল। যদি কেউ এখান থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে তাহলে পরবর্তী মনজিলগুলো তার জন্যে অধিকতর সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখান থেকে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তা হলে পরবর্তী মনজিলগুলো অধিকতম কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি আরো বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি কবরের চেয়ে অধিকতর বিভীষিকাময় কোন কিছুই দেখিনি। (তিরমিযী/ সহীহ ইবনে মাজাহ্ ৪৩৪৩)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫০৫

নির্বাচিত হাদীসঃ জিহাদের ফজিলত

আল্লাহর বান্দা

Senior Member

১২-৩১-২০১৫

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . رضى الله عنهما . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ".

ইব্*নু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘(মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। বরং রয়েছে কেবল জিহাদ ও নিয়ত। যখন তোমাদের জিহাদের ডাক দেয়া হয়, তখন বেরিয়ে পড়।

সহিহ বুখারী। হাদীস নং: ২৭৮৩

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَصِينٍ، أَنَّ ذَكْوَانَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه . حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ " لاَ أَجِدُهُ . قَالَ . هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ ". قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হয়। তিনি বলেন, আমি তা পাচ্ছি না। (অতঃপর বললেন,) তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন বেরিয়ে যায়, তখন থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে ‘ইবাদত করবে এবং আলস্য করবে না, আর সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং সিয়াম ভাঙ্গবে না। ব্যক্তিটি বলল, এটা কে পারবে? আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ‘মুজাহিদের ঘোড়া রশির দৈর্ঘ্য পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে, এতেও তার জন্য নেকী লেখা হয়।’

সহিহ বুখারী। হাদীস নং: ২৭৮৫

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ . كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ".আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্*র পথের মুজাহিদ, অবশ্য আল্লাহ্*ই অধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথে জিহাদ করছে, সর্বদা সিয়াম পালনকারী ও সালাত আদায়কারীর মত। আল্লাহ্* তা’আলা তাঁর পথে জিহাদকারীর জন্য এই দায়িত্ব নিয়েছেন, যদি তাকে মৃত্যু দেন তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা পুরস্কার বা গনীমতসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন।

সহিহ বুখারী। হাদীস নং: ২৭৮৭

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . رضى الله عنه . عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ".

আনাস ইব্*নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্*র রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম।

সহিহ বুখারী। হাদীস নং: ২৭৯২

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ . رضى الله عنه . عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلاَّ الشَّهِيدَ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى ".

আনাস ইব্*নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহ্*র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্*র কোন বান্দা এমতাবস্থায় মারা যায় যে, আল্লাহ্*র কাছে তার সওয়াব রয়েছে তাকে দুনিয়ার সব কিছু দিলেও দুনিয়ায় ফিরে আসতে আগ্রহী হবেনা। একমাত্র শহীদ ব্যাতীত। সে শাহাদাতের ফযীলত দেখার কারণে আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে আল্লাহ্*র পথে শহীদ হবার প্রতি আগ্রহী হবে।

সহিহ বুখারী। হাদীস নং: ২৭৯৫

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه . قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ".

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–কে আমি বলতে শুনেছি যে, সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের এমন একটি দল না থাকত, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে না এবং যাদের সকলকে সওয়ারী দিতে পারব না বলে আশংকা করতাম, তা হলে যারা আল্লাহ্*র রাস্তায় যুদ্ধ করছে, আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী হওয়া হতে বিরত থাকতাম না। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি পছন্দ করি আমাকে যেন আল্লাহ্*র রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, অতঃপর শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, আবার শহীদ করা হয়।

সহিহ বুখারী। হাদীস নং: ২৭৯৭

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رضى الله عنه . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ . إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ ".

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্*র পথে আহত হলে এবং আল্লাহ্*ই ভাল জানেন কে তাঁর পথে আহত হবে কিয়ামতের দিন সে তাজা রক্ত বর্ণে রঞ্জিত হয়ে আসবে এবং তা থেকে মিশ্*কের সুগন্ধি ছড়াবে।

সহিহ বুখারী। হাদীস নং: ২৮০৩

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى . رضى الله عنه . قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ " مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ".

আবূ মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমতের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য জিহাদে শরীক হলো। তাদের মধ্যে কে আল্লাহ্*র পথে জিহাদ করল? তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্*র কালিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সে-ই আল্লাহ্*র পথে জিহাদ করল।’

সহিহ বুখারী। হাদীস নং: ২৮১০

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا عَبَايَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْسٍ، هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ".

‘আবদুর রাহমান ইব্*নু জাবর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘আল্লাহ্*র পথে যে বান্দার দু’পা ধূলায় মলিন হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে এমন হয় না।’

সহিহ বুখারী। হাদীস নং: ২৮১১

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ، فَنَهَانِي قَوْمِي، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقِيلَ ابْنَةُ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو. فَقَالَ " لِمَ تَبْكِي أَوْ لاَ تَبْكِي، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا ". قُلْتُ لِصَدَقَةَ أَفِيهِ حَتَّى رُفِعَ قَالَ رُبَّمَا قَالَهُ.

জাবির ইব্*নু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধ শেষে আমার পিতাকে (তার লাশ) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা অবস্থায় আনা হল এবং তাঁর সামনে রাখা হল। আমি তাঁর চেহারা খুলতে চাইলাম আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। এমন সময় তিনি কোন বিলাপকারিণীর বিলাপ ধ্বনি শুনতে পেলেন। বলা হলো, সে ‘আমরের কন্যা বা ভগ্নি। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে কাঁদছে কেন? অথবা বলেছিলেন, সে যেন না কাঁদে। ফেরেশতামণ্ডলী তাকে ডানা দ্বারা ছায়াদান করছেন। আমি [ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন] সাদাকা (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এও কি বর্ণিত আছে যে, তাকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত? তিনি বললেন, জাবির (রাঃ) কখনো সেটাও বলছেন। সহিহ বুখারী। হাদীস নং: ২৮১৬

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫৪৭

এক ভাইয়ের আত্ম-উপলব্ধি

Hazi Shariyatullah

Senior Member

০৭-২১-২০১৫

এক ভাইয়ের আত্ম-উপলব্ধি এবং মু'মিন ভাই-বোনদের প্রতি একটি নাসিহা...

==========

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যদি সৎ কাজে খরচ কর, তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে। আর যদি তা আটকে রাখ, তাহলে তোমাদের অমঙ্গল হবে। তবে তোমাদের প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ রেখে দিলে তুমি তিরস্কৃত হবে না। সর্বপ্রথম তোমরা প্রতিপাল্যদের থেকে খরচ করা শুরু করো।

[সহীহ মুসলিম ১০৩৬ , আত-তিরমিযী ২৩৪৩]

যেদিন প্রথম এই হাদিসটা আমি পড়লাম, একটু চমকে উঠলাম। দম বন্ধ করে কয়েকবার পড়লাম একই হাদিস। বোঝার চেষ্টা করলাম এখানে কি বলা হচ্ছে। সুবহানআল্লাহ! প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস রাখলে সেটা আখিরাতের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে আর আখিরাতে এর জন্য তিরস্কার করা হবে !!! কি ভয়ানক কথা! আমি ভয়ে ভয়ে আমার রুমের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। আমার আত্মা কেঁপে উঠল। একি! রুম ভর্তি দুনিয়ার অপ্রয়োজনীয় জিনিস! এই রুমের কয়টা জিনিস আমার দরকারে লাগছে? কত জামা-কাপড়, জুতা, বই-খাতা যেগুলোর অনেকগুলোই অযথাই পড়ে আছে, অনেকদিন পর পর ব্যবহার করা হয় অথবা ব্যবহারই হয়ত করা হয়না এরকম জিনিসের অভাব নেই।

পরিচিত এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়েছিলাম। এক রুমের বাসা, একটা পর্দা দিয়ে ঐ রুমটাকেই ভাগ করা হয়েছে যেন বাইরের লোকজন আসলে ঘরের মেয়েরা পর্দার ওপাশে আড়ালে থাকতে পারে। সেদিন আমি অবাক হয়ে উপলব্ধি করেছিলাম,

একটা মানুষের বেঁচে থাকতে খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই! "প্রয়োজন" এর সংজ্ঞাটা ইসলাম কিভাবে দিয়েছে?

আবূ 'আমর 'উসমান ইবনু আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী (সা) বলেছেন: আদম সন্তানের তিনটি বস্তু ব্যতীত কোন বস্তুর অধিকার নেই। তা হলো: তার বসবাস করার জন্য একটি ঘর, শরীর ঢাকার জন্য কিছু কাপড় এবং কিছু রুটি ও পানি।
[তিরমিযী ৪০৬ / ২৩৪১, মিশকাত ৫১৮৬]

এই যদি হয় আমাদের দুনিয়াবী "প্রয়োজন", তাহলে এর পিছনে এত কেন ছোটা? আসলে আমরা কি শুধুই আমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে চাই? নাকি আরও বেশি কিছু চাই? দ্বীনদার মেয়েদের মুখে আজকে শোনা যায়, ইসলাম "প্রয়োজনে" মেয়েদের ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করা সমর্থন করে। সুবহানআল্লাহ! কয়জন মেয়ে উপরের তিনটা জিনিস থাকার অভাবে বাইরে গিয়ে চাকরি করছে?

আয়িশাহ (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (সা) এর ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর পরিবার কোনদিন একটানা দু'দিন পেট ভরে যবের রুটিও খেতে পায়নি। [বুখারী ৫৪১৬ , মুসলিম ২৯৭০]

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখেছি, দিনভর তাঁর নাড়িভুঁড়ি পেঁচিয়ে থাকত, অথচ তাঁর পেটে দেয়ার মত নিকৃষ্ট খেজুরও জুটতো না। [মুসলিম ২৯৭৮]

রাসূলুল্লাহ (সা) এর কলিজার টুকরা কন্যা ফাতিমা (রা) এর হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল যব পিষতে পিষতে, যিনি হলেন জান্নাতের নারীদের সর্দারনী। আমাদের অভাব কি এর চেয়েও বেশি? রাসূলুল্লাহ (সা) এত অভাব থাকার পরেও তো তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের বাইরে গিয়ে কাজ করতে বলেননি!

সত্য কথা হচ্ছে, আমাদের চাওয়াটা শুধু থাকা-খাওয়া-পরার চাওয়া না। আমাদের চাওয়া আরও বেশি কিছু। এক রুমের বাসাতে আমাদের চলবে না। কয়েক রুম থাকা লাগবে। সাজানো সংসার লাগবে। সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য বাড়তি ইনকাম লাগবে। মাঝে মাঝে অবকাশ যাপনের জন্য ঘুরতে যাওয়া লাগবে – প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে বা কোন দর্শনীয় স্থান! সিলেট-কক্সবাজার-রাঙ্গামাটি-

বান্দরবান-পারলে দেশের বাইরে!!! কয়েক পদের তরকারি ছাড়া আমাদের চলে না। মাছ-গোশত-সবজি-ডাল-ডিম-দুধ সব আমাদের প্রতিদিনের খাবারের লিস্টে থাকতে হবে। মাঝে মাঝে স্বামী-সন্তান নিয়ে বাইরে দামী রেস্টুরেন্টে, কেএফসি, পিৎজা-হাটে খেতে যাওয়া লাগবে। এন্ড্রয়েড না হলে আমাদের চলেই না। ঘরে ডেস্কটপ দিয়ে যাবতীয় কাজ হয়ে গেলেও ট্যাব-ল্যাপটপও থাকা চাই। আল্লাহর অশেষ করুণায় আমরা যারা দ্বীনের পথে এসেছি, তারা একটু নিজেদের কাপড়ের ড্রয়ারটা খুলে দেখি তো, কয়টা বোরকা আছে আমাদের? ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনের, কালারের বোরকা! একেক অনুষ্ঠানে পরে যাওয়ার জন্য একেকটা বোরকা, স্কার্ফ, খিমার, কাফতান, ফ্রক আবায়া, গাউন আবায়া, বাটারফ্লাই আবায়া — সবই একসাথে থাকা চাই! আমাদের একেকজনের বিয়েতে আমরা কি এলাহী কান্ড করি একবার ভেবে দেখি তো! পাত্র পক্ষের কাছে কনে পক্ষের ডিমান্ডের কথা একবার ভাবুন। হাই স্যালারির জব, সাজানো ফ্ল্যাট, রুমের সাথে অ্যাটাচড বাথ, গাড়ি থাকা লাগবে। ২০-৩০ লাখ টাকা দেন-মোহর। বিয়ে ঠিক হলে চার-পাঁচদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান, শাড়ি-অলংকার থেকে শুরু করে গাড়ি সাজানো, বাসর ঘর সাজানো কিচ্ছু বাদ রাখি না! বিলাসিতার সাগরে ডুব দিয়ে আমরা এই আমাদেরকে দিয়েই আল্লাহর দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন দেখি, শাহাদাতও লাভ করতে চাই, জান্নাতও পেতে চাই!!! নিজেদের সাথে কি নির্মম উপহাস!

আমার কথায় রাগ করছেন? ওয়াল্লাহি, এইসব আমার কথা না। কুরআন-হাদিসের কথা। "ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য ও অহংকার তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না কবরে পৌঁছে যাও" [সূরা আত-তাকাসুরঃ ১]

আমর ইবনু আওফ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রের ভয় করছি না, বরং এই ভয় করছি যে, দুনিয়ার প্রাচুর্য তোমাদের সামনে প্রসারিত করা হবে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য যেমন প্রসারিত করা হয়েছিল। তারপর তারা যেমন লালসা ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তোমরাও তেমন লালসাগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং এই দুনিয়াবী প্রাচুর্য তাদেরকে যেমন ধ্বংস করেছে, তেমনি তোমাদেরকেও ধ্বংস করবে। [বুখারী ৩১৫৮, মুসলিম ২৯৬১]

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, জেনে রাখো, দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুই অভিশপ্ত। কিন্তু, আল্লাহ তায়ালার যিকির ও তিনি যা পছন্দ করেন এবং জ্ঞানী ও জ্ঞানার্জনকারী (অভিশপ্ত নয়)। [তিরমিযী ১৮৯১/২৩২২, মিশকাত ২১৭৬]

কা'ব ইবনু ইয়ায (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, প্রত্যেক জাতির জন্য একটা ফিতনা (পরীক্ষার বস্তু) আছে। আমার উম্মতের ফিতনা হল সম্পদ। [তিরমিযী ১৯০৫/২৩৩৬]

কা'ব ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, সম্পদ ও আভিজাত্যের প্রতি মানুষের লোভ তার দ্বীনের যে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে, বকরীর পালে ছেড়ে দেয়া দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়েও বকরীর পালকে তত ক্ষতি করতে পারে না [তিরমিযী ১৯৩৫/২৩৭৬, মিশকাত ৫১৮২]

উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেছি, এতে প্রবেশকারীদের বেশিরভাগই নিঃস্ব-দরিদ্র আর সম্পদশালীদেরকে আটকে রাখা হয়েছে (জান্নাতে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না)। [বুখারী ৫১৯৬, মুসলিম ২৭৩৬]

এখন দেখি তো আমাদের সালাফদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল?

আল্লাহর রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবা (রা) রা তাঁদের স্ত্রীদের দেন মোহর দিয়েছিলেন মাত্র চারশ দিরহাম, এর থেকে কমও ছিল। প্রিয় রাসূল (সা) তাঁর স্ত্রীদের এত ছোট ছোট ঘরে রাখতেন যে তিনি যখন তাঁর কোন একজন স্ত্রীর ঘরে সালাতে দাঁড়াতেন, সিজদাহ করার সময় তাঁর সেই স্ত্রীকে পা ভাঁজ করে রাখতে হত। সামান্য যবের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বর্মটি দিনের পর দিন বন্ধক রাখতেন। তাঁর পরিবারের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় এক সা' গমও জুটতো না। রাসূল (সা) চাটাইয়ের উপর শুয়ে ঘুমাতেন যার কারণে তাঁর শরীরে চাটাইয়ের দাগ পড়ে যেত।

সালমান ফারসী (রা) একজন কিন্দি মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। শ্বশুরালয়ে সাজানো বাসর ঘর তিনি পছন্দ করলেন না। তাঁর আদেশে সব সাজ-সজ্জা খুলে ফেলা হল। বাসর ঘরে বহু জিনিসপত্র দেখে তিনি বললেন, আমার বন্ধু মুহাম্মাদ

(সা) আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন, দুনিয়ায় তোমার জিনিসপত্র যেন একজন মুসাফিরের সাজ সরঞ্জামের মত হয়।

আবু দারদা (রা) এর কন্যা দারদাকে ইয়াজিদ ইবনে আবু মাবিয়া বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে আবু দারদা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে একজন অত্যন্ত দরিদ্র দ্বীনদার যুবকের সাথে কন্যার বিয়ে দেন। তিনি কেন এই কাজ করলেন জিজ্ঞাসিত হলে আবু দারদা (রা) উত্তর দেন, আমি আমার মেয়ের দ্বীনদারীর কথা চিন্তা করেছি। ইয়াজিদের সংসারে মাথার কাছে থাকবে গোলাম, চোখের সামনে থাকবে জৌলুস। সেই সময় আমার মেয়ের দ্বীনদারী কোথায় থাকবে?

আবু যার গিফারী (রা) এর বাড়িতে এক লোক এসে তার ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল, ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। লোকটি জিজ্ঞেস করলো,"আবু যার, আপনার সামান পত্র কোথায়?" আবু যার (রা) উত্তর দিলেন, 'আখিরাতে আমার একটি বাড়ী আছে। আমার সব উৎকৃষ্ট সামগ্রী সেখানেই পাঠিয়ে দিই'।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রাঃ) এর স্ত্রীর মিষ্টি খাওয়ার খুব ইচ্ছে হল। তিনি স্বামীকে মিষ্টি কিনে আনতে বললেন। সারা মুসলিম জাহানের আমীর আবু বকর (রা) জানালেন তার মিষ্টি কেনার সামর্থ নেই। আমীরুল মুমিনীনের স্ত্রী এরপর প্রত্যেক দিনের খরচ থেকে টাকা বাঁচিয়ে জমা করা শুরু করলেন। কিছু অর্থ জমা হওয়ার পর তা স্বামীকে দিয়ে বললেন মিষ্টি কিনে আনতে। আবু বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, এই অর্থ কোথা থেকে এসেছে? স্ত্রী বললেন প্রতিদিনের খরচ থেকে বাঁচিয়ে তিনি এই অর্থ জমা করেছেন। আবু বকর (রাঃ) তখন বললেন, এটার তো তাহলে আমার আর দরকার নেই! এই পরিমাণ অর্থ তাহলে আমি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অতিরিক্ত নিচ্ছি। এরপর তিনি সেই অর্থ স্ত্রীর জন্য মিষ্টি কেনার বদলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে আসেন।

উমার (রাঃ) এর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) পিতাকে একবার দাওয়াত দিলেন। উমার (রাঃ) খেতে বসে দেখলেন আইটেম আছে মাংস, রুটি আর ঘি। উমার (রাঃ) উঠে পড়লেন এবং বললেন, আমি খাব না। তিনি বললেন, মাংস থাকার পরও তুমি ঘি আনলে কেন? আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বললেন, আমি আপনার জন্য যে টাকা নিয়ে মাংস কিনতে গিয়েছিলাম সেইটা খরচ করেছি। মাংস

সস্তায় পেয়ে যাওয়ায় বাকি টাকা দিয়ে ঘি কিনে এনেছি। তখন উমার (রাঃ) বললেন, "ওয়াল্লাহি। আমি রাসূল (সঃ) কে কোনদিন এক তরকারীর বেশী দিয়ে খেতে দেখিনি।"

এই আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) আর্থিকভাবে বেশ স্বচ্ছল থাকার পরেও জীবনে কোনদিন পেট ভরে আহার করেননি রাসূল (সঃ) এবং তার পিতা উমার (রাঃ) এর ক্ষুধার কষ্টের কথা স্মরণ করে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাসূল (সঃ) কে এত কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন যে মা আয়িশা (রাঃ) তার সম্পর্কে বলেছিলেন, ইবনে উমারের মত আর কেউ রাসুলুল্লাহর (সঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করে না।

আসহাবে সুফফার সাহাবা রা (রা) এত ক্ষুধার্ত থাকতেন যে সালাতে দাঁড়িয়ে তারা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে ঢলে পড়তেন। সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেনঃ যদি তোমরা জানতে পারতে যে, তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট কি মর্যাদা ও সম্পদ সঞ্চিত আছে, তাহলে ক্ষুধা ও অভাব আরো বৃদ্ধি পাওয়াই তোমরা পছন্দ করতে। [তিরমিযী ১৯৩০/২৩৬৮]

সালাফদের দুনিয়াবিমুখ জীবন নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই কেউ কেউ ধনী সাহাবা (রা) দের কথা বলা শুরু করে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ধনী হওয়া কি পাপ তাহলে? উসমান বিন আফফান (রা), খাব্বাব বিন আরাত (রা),আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তো ধনী ছিলেন! এই কথা বলে যারা বিলাসিতাকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেন, তাদের জন্য নিচের হাদিসগুলোঃ

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এর সামনে ইফতারের সময় খাদ্য পরিবেশন করা হল। তিনি বললেনঃ মুস'আব ইবনে উমাইর (রা) শহীদ হয়েছেন এবং তিনি আমার চাইতেও ভাল লোক ছিলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মত একটি চাদর ছাড়া কোন কাপড়ের ব্যবস্থাই ছিল না। তা দিয়ে তাঁর মাথা আবৃত হলে পা দু'টি অনাবৃত হয়ে যেত এবং পা আবৃত হলে তাঁর মাথা অনাবৃত হয়ে যেত। তারপর আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুনিয়ার সম্পদ দেয়া হল। ফলে আমরা আতংকিত হয়ে পড়লাম যে, আমাদের সৎ কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই দেয়া হচ্ছে নাকি। তারপর তিনি কেঁদে ফেললেন, এমনকি খাদ্য ত্যাগ করলেন। [বুখারী ১২৭৫]

খাব্বাব বিন আরাত হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে হিজরত করেছি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। কাজেই এর সওয়াব আমরা

আল্লাহর কাছেই পাব। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এর বিনিময় ভোগ না করেই মারা গেছেন। মুস'আব ইবনে উমাইর (রা) তার মধ্যে একজন। উহূদ যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তার সম্পদের মধ্যে রেখে যান মাত্র একটি রঙ্গিন পশমী চাদর। আমরা (কাফন দেয়ার জন্য চাদরটি দিয়ে) তাঁর মাথা ঢাকতে চাইলে পা অনাবৃত হয়ে যেত, আর পা ঢাকতে চাইলে তার মাথা অনাবৃত হয়ে যেত। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মাথা ঢেকে দিতে এবং তাঁর পায়ে 'ইযখির' ঘাস রেখে দিতে আমাদেরকে আদেশ করেন। এখন আমাদের কারো কারো অবস্থা এমন যে, তার ফল পেকে আছে এবং তিনি তা কেতে ভোগ করছেন (অর্থাৎ ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনযাপন করছেন)। [বুখারী ১২৭৬, মুসলিম ৯৪০]

উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো ধনী হওয়ার কারণে সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন এই ভেবে যে তাদের সমস্ত আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা। সেখানে আমরা উম্মতের তুচ্ছ কিছু মানুষ ধনবান হওয়ার ব্যাপারে কোন আতংক অনুভব করিনা। উল্টো ধনী সাহাবী (রা) দের কথা বলে আমাদের ভোগ-বিলাসিতাকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করি। সুবহানআল্লাহ!

ধনবান হয়ে সেই ধন-মাল উপভোগ করতেন না আল্লাহর রাসূলের সাহাবীরা। সারাক্ষণ ধান্দায় থাকতেন কিভাবে আল্লাহর দেয়া সেই সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান-সাদাকাহ করে দেওয়া যায়।

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) বলেন, আমার নিকট উহূদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও যদি থাকে এবং আমার ঋণ পরিশোধের সম-পরিমাণ ছাড়া তিনদিন অতিক্রম হতে না হতেই আমার নিকট এর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে এতেই আমি সন্তুষ্ট হবো। [বুখারী ২৩৮৯, মুসলিম ৯৯১]

আসমা বিনতে আবু বকরের পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, "আমি আমার মা আসমা ও খালা আয়িশা থেকে অধিক দানশীলা কোন নারী দেখিনি। তবে তাঁদের দু'জনের দান প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ ছিল। আমার খালার স্বভাব ছিল, প্রথমতঃ তিনি বিভিন্ন জিনিস একত্র করতেন। যখন দেখতেন, যে যথেষ্ট পরিমাণ জমা হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ করে একদিন তা সবই গরীব মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মা'র স্বভাব ছিল ভিন্নরূপ। তিনি আগামীকাল পর্যন্ত কোন জিনিস নিজের কাছে জমা করে রাখতেন না।"

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন নবী (সা) এর সাথে আমরা এক সফরে ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি তার বাহনে চড়ে এসে ডানে ও বামে তাকাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যার নিকট অতিরিক্ত বাহন আছে, সে যেন তা এমন ব্যক্তিকে দান করে যার বাহন নেই। যার নিকট অতিরিক্ত সরঞ্জাম আছে, সে যেন তা এমন ব্যক্তিকে দান করে, যার কাছে কোন সরঞ্জাম নেই। তিনি এভাবে বিভিন্ন প্রকার জিনিসের নাম উল্লেখ করলেন। আমাদের তাতে মনে হলো যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন সম্পদ রাখার কারো অধিকার নেই। [মুসলিম ১৭২৮]

যুগে যুগে মুসলিমদের এই দুনিয়া বিমুখ জীবনের কারণেই তারা আল্লাহর দ্বীনকে এই জমিনে ছড়াতে পেরেছিলেন। আর রাসুল (সা) মু'মিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে এই সরলতা আর সাদামাটা জীবনের কথাই বলেছেন। তাছাড়া, আমরা যারা দাবি করি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে ভালবাসি, আমাদের জন্য রিয়াদুস সলেহিন থেকে এই হাদিসটিঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আক ব্যক্তি নবী (সা) কে বলল, "হে, আল্লাহর রসূল, 'আল্লাহর কসম, আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে ভালবাসি'। তিনি (সা) বললেন, 'তুমি যা বলছ, চিন্তা করে বল।' সে বলল, 'আল্লাহর কসম, আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে ভালবাসি'। এরূপ সে তিনবার বলল। তিনি (সা) বললেন, 'যদি তুমি আমাকে ভালবাস, তাহলে দারিদ্র্যের জন্য বর্ম প্রস্তুত করে রাখো। কেননা, যে আমাকে ভালবাসবে স্রোত তার শেষ প্রান্তের দিকে যাওয়ার চাইতেও বেশি দ্রুতগতিতে দারিদ্রতা তার নিকট আগমন করবে।' (তিরমিযী, হাসান)"

রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, "মুমিনেরা অতি সাধারণ এবং অনুগত উটের মত সহজ, যখন তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন অনুসরণ করে, আর যখন শক্ত পাথরের ওপর বসানো হয় তখনও তা বসে পড়ে।" [তিরমিযি ৫০৮৬]

দ্বীনের পথে আসা আমার প্রিয় মুসলিম ভাই-বোনেরা! আমার নিজের এই আত্ম-উপলব্ধিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার কারণঃ আমি জানি, আপনারা অন্তর দিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে কত ভালবাসেন, আপনারা আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর

যমীনে কায়েম করতে চান, খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার বিশাল দায়িত্ব পালনে নিজেকে কুরবানী করতে চান, মাশাআল্লাহ! আপনারা আল্লাহর সৈনিক হতে চান! সুবহানআল্লাহ! আল্লাহর সৈনিক!!! যেমন তেমন বিষয় না! অনেক বড় কিছু। আল্লাহর সৈনিকেরা তো আর দশটা সাধারণ মুসলিমের মত হতে পারে না। তাদের জীবন হবে অন্যরকম। হ্যাঁ, একদম অন্যরকম। আমরা ভোগ-বিলাসিতাকে দুই হাতে ঠেলে সরিয়ে দিব। বেঁচে থাকতে যতটুকু আসলেই "প্রয়োজন" এর বেশি কিছু আমরা কখনো পেতে চাইব না। না আমরা প্রাধান্য দিব আমাদের কোন শখ-আহ্লাদকে। হতে পারে আমাদের কারো ভাল ভাল খাওয়ার শখ, কারো শখ ঘুমানোর, কারো সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের কাপড়-চোপড় আর গয়নাগাটির শখ, কারো শখ ঘর সাজানোর কিংবা কারো দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর শখ, আবার কারো কারো ১৫-২০ হাজার টাকার মোবাইল ছাড়া চলে না ইত্যাদি। কোনদিন শুনেছেন কোন সাহাবী (রা) তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করার উদ্দেশ্যে দেশে/বিদেশে ঘুরতে গিয়েছেন? এটা বললাম এই কারনে আমার নিজের শখ হচ্ছে, ঘুরে বেড়ানো। আমরা আমাদের এইসব শখ-আহ্লাদকে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিজেকে প্রস্তুত করব আল্লাহর সৈনিক হিসেবে। এভাবে, হ্যাঁ ঠিক এভাবেই দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা (আল-ওয়াহান) কে পায়ে মাড়ালেই ক্বিতালের প্রতি আমাদের অন্তরে তৃষ্ণা জেগে উঠবে। তখনই আমরা আল্লাহর যোগ্য বান্দার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারব - যাদের আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে।

শেষ করব আর একটা হাদিস দিয়েঃ

আবু উমামা ইয়াস ইবনে সালাবা আল-আনসারী আল-হারিসী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবীগণ তাঁর কাছে দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ তোমরা কি শুনছো না, তোমরা কি শুনছো না? আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা ত্যাগ করা ঈমানের লক্ষণ, আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা ত্যাগ করা ঈমানের নিদর্শন (অর্থাৎ সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন)"। [আবু দাউদ ৪১৬১, ইবনে মাজাহ ৩৩২৪/৪১১৮]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৪০